পলিসি ব্রিফ
#১০৮/ ২০২১

সেপ্টেম্বর ২০২১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন, শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অনলাইনে উপবৃত্তি প্রদান, এমপিও প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভুক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতদসত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র গণমাধ্যমে ও গবেষণায় প্রকাশিত।

শিক্ষাখাত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমে অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। টিআইবি দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক উদ্যোগ, গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উচ্চশিক্ষা নিয়েও টিআইবি'র গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম রয়েছে। শিক্ষাখাতে টিআইবি'র কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অনিয়ম-দুর্নীতি ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ গভীরভাবে বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ''মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়'' শীর্ষক উক্ত গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে যা ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ প্রকাশিত হয়। এই পলিসি ব্রিফটি উক্ত গবেষণায় প্রাপ্ত বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

উপরোক্ত গবেষণায় দেখা যায়, ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি হলেও এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও নীতিগতভাবে প্রাধান্য না পাওয়ায় শিক্ষা আইনটি এখনো প্রণীত হয়নি। জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নয়। জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বিগত পাঁচ অর্থ-বছরের মোট বরাদ্দ টাকার অঙ্কে বাড়লেও শতাংশের ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাংশ থেকে সাড়ে ছয় শতাংশের মধ্যে রয়েছে। শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা অনুপস্থিত রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি এবং জনবল সক্ষমতার ঘাটতিতে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পদক্ষেপের ঘাটতির ফলে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার হচ্ছে, এবং শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে। সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনের ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতিসহ সুশাসনের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।

এছাড়া কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে সংকট তৈরি হয়েছে। টেলিভিশন ও অনলাইন ক্লাশ এবং অ্যাসাইনমেন্ট এর মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হলেও কারিগরি দক্ষতা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিভাইস কেনার আর্থিক সক্ষমতার অভাবে ধনী-গরীব ও শহর-গ্রামের মধ্যে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট হয়েছে, শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে, শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্রেও ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য নীচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করা হলো।

সুপারিশ

আইন ও নীতি সংক্রান্ত

১. শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
২. মাঠ পর্যায়ে সরাসরি রাজস্ব খাতের আওতাভুক্ত সমন্বিত জনবল কাঠামো তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩. বয়স অনুযায়ী যে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কোভিড-১৯ টীকা প্রযোজ্য তাদের দ্রুত টিকার আওতায় আনতে হবে। অনলাইনে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৪. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে।

https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/92-diagnostic-study/6337-2021-09-29-04-02-54

আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত

৫. ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধি করতে হবে। দ্রুত অবসরভাতা প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ রাখা এবং নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের অধিকতর দক্ষ করে তুলতে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত ল্যাপটপ, প্রজেক্টরসহ অন্যান্য উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

মানবসম্পদ

৮. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।

৯. বেসরকারি সকল নিয়োগ এনটিআরসিএ/বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

১০. শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধিতে পদক্রম বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রশিক্ষণ

১১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণের ওপর কার্যকর মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. প্রশিক্ষণের ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে প্রদেয় প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

১৩. সকল ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত আইসিটি উপকরণের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার থাকতে হবে।

১৫. প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ক্রমে স্থায়ী মাল্টিমিডিয়ার আওতায় আনতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

১৬. দরপত্র, কার্যাদেশ, প্রকল্পের ক্রয় ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত সকল হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৭. মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান উইং এর প্রকাশিত বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতি এবং

১৮. দুর্বলতার কারণসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে।
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অনিয়ম-দুর্নীতি

১৯. শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিও'র অনলাইন সফটওয়্যারটি আরও সহজবোধ্য এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে।

২০. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করতে হবে।

২১. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুর্নীতির সাথে জড়িত সকলকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

২২. শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়কে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: +৮৮০২ ৪৮১১৩০৩২-৩৩, ৪৮১১৩০৩৬ । ফ্যাক্স:+৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh